62

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ভারতে বাংলাদেশের বইয়ের প্রচুর চাহিদা রয়েছে

(কলকাতা থেকে অমর সাহা)

ছবিটি দেখলে মনে হবে এটি বাংলাদেশ জাতীয় স্মৃতিসৌধ (ঢাকার সাভারে অবস্থিত)। আসলে এটি কলকাতা পুস্তকমেলার বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের সামনের ছবি। প্যাভিলিয়নটি করা হয়েছে ঢাকার সংসদ ভবন আর জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে।

কলকাতার পুস্তকমেলা শুরু হয়েছে ৩১শে জানুয়ারি থেকে। শেষ হয় ১১ই ফেব্রুয়ারি। পুস্তকমেলার উদ্বোধন করেছেন ঐতিহাসিক তপন রায় চৌধুরী। পুস্তক-মেলায় দেশী-বিদেশী ৪২০টি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। মেলায় এসেছে জার্মানী, ফ্রান্স, বৃটেন, কিউবাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে পুস্তক ব্যবসায়ীরা তাদের পুস্তক ভাণ্ডার নিয়ে। বিকিকিনির দিক দিয়ে কলকাতার পুস্তকমেলা এশিয়ার সবচেয়ে বড় মেলা হিসেবে বিবেচিত। কলকাতায় ১৯৭৫ সাল থেকে চলে আসছে এই মেলা। এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২১তম পুস্তকমেলা।

এবার পুস্তকমেলায় বাংলাদেশের প্রায় আড়াই হাজার টাইটেলের বই এসেছে। তবে বিক্রির জন্য এসেছে ২ হাজার টাইটেলের ১০ হাজারেরও বেশি বই।

বাংলাদেশের স্টলে এবার প্রচুর ভিড় হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বই, সায়েন্স ফিকশনের চাহিদা এখানে খুব বেশি। চলেছে বাংলা একাডেমির অভিধান, পরিভাষা কোষ, বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধের বই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে এবারে পুস্তক-মেলায় বাংলাদেশের এত আয়োজন।

পুস্তকমেলায় এখানকার পাঠকরা অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশের বইয়ের প্রচুর চাহিদা কলকাতায় থাকলেও বইপুস্তক ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনের দাম তুলনামূলক বেশি। এতে করে অনেকের বই কেনার ইচ্ছা থাকলেও অধিক মূল্যের জন্য কিনতে পারছেন না।